(wildlife conservation: bonnyo prani song rokkhon: adim juge prithibi chilo oronnyomoy. Manush ebong bonnyo pranira ek songe bas korto. Kintu pore unnotir songe songe manush nogor jibon toiri kore…)

## বন্য প্রাণী সংরক্ষণ

(সিডি১২৮এন্ডি-)

আদিম যুগে পৃথিবী ছিল অরণ্যময়। মানুষ এবং বন্যপ্রাণীরা একসঙ্গে বাস করত। কিন্তু পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নগরজীবন তৈরি করে বসবাসের জন্যে। তার ফলে ধ্বংস করে অরণ্য। মানুষের প্রয়োজনে ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যেই সৃষ্টিকর্তা অসংখ্য পশুপাখি সৃষ্টি করেন। কিন্তু দিনে দিনে মানুষের চাহিদা যায় বেড়ে । তাই রাজারা শুরু করে মৃগয়া। এখন যা রূপান্তরিত হয়েছে পশু শিকারে । অর্থাৎ পশুদের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা। মা নুষের হাতে প্রকৃতির ভারসাম্য আজ বিপর্যস্ত।

বন্যপ্রাণীরা আজ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। দিনে দিনে মানুষের অত্যাচারে তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্যের অভাব পূরণ হচ্ছে না তাদের। তাই তারা লোকালয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। পৃথিবীতে বহু প্রাণী আজ বিলুপ্ত। আর কিছু প্রাণী ধ্বংসের মুখে। কেননা তাদের প্রয়োজনীয় থাকবার জায়গার ঘাটতি হচ্ছে। মানুষের হাতে অরণ্যের অবলুপ্তি ঘটছে। কিছু সংখ্যক মানুষ নির্বিচারে পশুপাখি শিকার করে চলেছে।

জীব জগতের প্রতিটি জীব পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে। পশুর মধ্যে হিংস্র ও নিরীহ দুই শ্রেণীর জীব রয়েছে। বাঘ, সিংহ, ভালুক, গন্ডার, হায়না প্রভৃতি হিংস্র পশু। হরিণ, মহিষ ও খরগোস প্রভৃতি নিরীহ জীব। এছাড়াও আরো বহু প্রকার জীবজন্তু রয়েছে। রয়েছে ময়ূর, টিয়া, ধনেশ প্রভৃতি পাখি। অরণ্যের এরা সম্পদ ও সৌন্দর্য। কিছু মানুষের কাছে একটা বড়ো আকর্ষণ বন এবং বন্যপ্রাণী। আর এইজন্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করার জন্যে মানুষকে সচেতন হতে হবে। মানব শিশু সুন্দর মাতৃ ক্রোড়ে আর বন্যেরা বনে সুন্দর।

বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের জন্যে প্রথম আমেরিকায় জাতীয় পার্ক (ন্যাশানাল) গড়ে ওঠে। পরে এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাঘ, সিংহের সংখ্যা আজ বিলুপ্ত হওয়ার থেকে রক্ষা পেয়েছে । প্রকৃতির প্রতিটি ছোট ছোট জীবই পরিবেশকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। নির্মল পরিবেশ ও মানুষের স্বার্থেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। তাই অরণ্যকে সুন্দর রেখে বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ করতে হবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা আমাদের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু যতদিন না মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে ততদিন এর প্রতিকার করা অসম্ভব। শিশুদের পশু ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাতে হবে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে এদেরকেও বাঁচতে দিতে হবে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সার্থক ও সফল হবে।

© *আরকেড ইনফোটেক ২০১৫*